গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mefwd.gov.bd

বিষয় : **সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহন সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : মো: আলী নূর
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সভার স্থান : ভার্চুয়াল (জুম অ্যাপস)

তারিখ : ১২..০৯.২০২১ খ্রি:

সময় : বিকাল : ০৩.০০ ঘটিকা

জুম ক্লাউডে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অংশীজনের সভা এর আলোচ্যসূচি বাস্তবায়নের জন্যই অদ্যকার সভার আয়োজন করা হয়। সুশাসনের ০৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি অংশীজনদেরকে অনুরোধ জানান।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
০১	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ	ক. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা বলেন, দেশের সকল মেডিকেল কলেজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল তা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। তিনি বলেন, উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকগণের পদোন্নতি দিয়ে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসাবে পদায়নের পূর্বে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে চিকিৎসকগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। সিলেবাসে সেটি অর্ন্তভুক্ত করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া ১৯৮৬ সালে প্রণীত প্রশিক্ষণ গাইড লাইন হালনাগাদ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গাইডলাইনটি হালনাগাদ করার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
		খ. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল তার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন। ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তরে প্রভাষক (ইংরেজি) দু'টি শূন্য পদের বিপরীতে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং সহকারী প্রোগ্রামার (নন-নার্সিং) এর দু'টি শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ১ম কোয়ার্টারের সভা চলতি মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। করোনা কালীন সময়ে কোন প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।	সহকারী প্রোগ্রামার (নন-নার্সিং) পদের দু'টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ঢাকা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
		গ. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নাধীন। কর্মপরিবেশ/পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	এডিপির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ঢাকা
		ঘ. মহাপরিচালক, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (নিপোর্ট) বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক চলতি কোয়ার্টারের প্রশিক্ষণসমূহ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। টার্গেট অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নিপোর্টে বর্তমানে ৪০ থেকে ৫০ টিরও অধিক পদ শূন্য হয়েছে। ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান। এছাড়াও ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরের আওতাধীন আরপিটিআই সমূহে চলতি অর্থবছরে ০৫ (পাঁচ) জন হাউজকিপার, ১০ (দশ) জন গাড়িচালক, ১৫ (পনের) জন ক্লিনার এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৩ (তিন) জন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।	কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অকেজো মালামাল নিলাম প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা
			মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রেরণের প্রেক্ষিতে ১ম শ্রেণীর শূন্য পদ সমূহ পিএসসির মাধ্যমে দ্রুত পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট (নিপোর্ট), ঢাকা
		ঙ. অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) বলেন, সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।	সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবন বিষয়ে এ বিভাগের নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ, স্বাশিপক
		চ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, শুদ্ধাচার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আব্যশিক কৌশলগত উপাদান। এর সঠিক বাস্তবায়ন এপিএ-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্য অর্জনে শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।	২০২১-২০২২ অর্থবছরে এপিএ সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পূর্বের অর্থবছরের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসন অনুবিভাগ, স্বাশিপক

০২। আলোচনার পর সভাপতি বলেন যে, কর্মক্ষেত্রে সততা, ন্যায়বিচার, কর্তব্যপরায়নতা ও দক্ষতা ইত্যাদি সমন্বয়ে শুদ্ধাচারের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। সুশাসনের জাবাবদিহিমূলক উপকরণের মধ্যে শুদ্ধাচার কৌশল অন্যতম। মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকার অনুরোধ করেন।

০৩। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আলী নূর)
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ